চন্দননগর পরিবেশ উন্নয়ন সমিতির সপ্তদশ বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্পাদকের প্রতিবেদন (২০১৭-১৮)

আজ ২৭শে মে ২০১৮ চন্দননগর পরিবেশ উন্নয়ন সমিতির সপ্তদশ বার্ষিক সভায় আগত সকল সদস্য - সদস্যা বৃন্দকে সমিতির পক্ষ থেকে জানাই সাদর সম্ভাষণ ও শুভ বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিগত বছরে সমিতির একজন অত্যন্ত প্রতিবাদি সদস্য লক্ষীনারায়ন সাহা মহাশয় দীর্ঘ রোগভোগের পর প্রায় ৮৬ বৎসর বয়সে আমাদের ছেড়ে পরলোকগমন করেছেন এবং সমিতি গঠন হওয়ার সময়ের দুই সদস্য সুকুমার চ্যাটার্জ্জী এবং শঙ্কর দাসগুপ্ত মহাশয় এবং আরো কিছু সদস্য এই বৎসরের মধ্যে প্রয়াত হয়েছেন। সমিতির পক্ষ থেকে তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁদের পরিবার পরিজনকে জানাই গভীর সমবেদনা। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যে সমস্ত মানুষজন অকালে ঝরে পড়েছেন তাঁদের আত্মার প্রতি শান্তি কামনা করি।

গত বছর ১৪ই মে সমিতির ষোড়শতম বার্ষিক সাধারণ সভা এই হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ সভায় সম্পাদকের প্রতিবেদন ও হিসাব রক্ষকের আয়ব্যয় পঠিত ও অনুমোদিত হয়েছিল। তাছাড়াও পরবর্তী বছরের জন্য হিসাব পরীক্ষকের নাম অনুমোদিত হয় এবং ঐ সভায় সমিতির (২০১৭-১৮ এবং ২০১৮ - ১৯ সালের জন্য) কার্যকরি কমিটির সদস্য, সদস্যা (মোট ১৭ জন) নির্বাচন করা হয়েছিল। সমিতির বার্ষিক কার্যসূচী তালিকা অনুযায়ী ১ লা এপ্রিল ২০১৭ সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস ভাবগম্ভীর পরিবেশে কার্যালয়ে পালন করা হয়। তারপর ২৫ শে বৈশাখ (৯ই মে ২০১৭) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবসটি সমিতির সদস্যদের দ্বারা গান, আবৃত্তি, আলোচনার মাধ্যমে সমিতির অফিসে পালন করা হয়। ঐ বছরে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রাক্কালে ৩ দিন শহরে সমস্ত অঞ্চলে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য মাইকের সাহায্যে প্রচার করা হয় এবং Hand Bill বিলি করা হয়।

প্রতি বছরের ন্যায় গত ৫ ই জুন ২০১৭ বিশ্ব পরিবেশ দিবস (WED) যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়েছিল। চন্দননগর পৌরনিগম ও সমিতির যৌথ উদ্যোগে এবং স্থানীয় বেশ কিছু স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীবৃন্দের উপস্থিতিতে এই বিশেষ দিনটি ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালন করা হয়। সকাল ৬-৪৫ মিঃ একটি সুসজ্জিত ট্যাবলো সহ বর্ণ্যাঢ্য পদযাত্রা পৌরনিগমের কার্যালয়ে সামনে থেকে শুরু করা হয়। তার পরেই সমিতির যুগ্ম সম্পাদক শ্রী দিলীপ কুমার দত্ত মহাশয়ের অর্থানুকুল্যে তাঁর প্রায়াত পিতা মাতার স্মৃতিতে স্ট্যান্ড রোডের ধারে একটি লোহার বেষ্টনী দিয়ে মহানাগরিক শ্রী রাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হাত দিয়ে দত্ত পরিবারের ইচ্ছা অনুযায়ী একটি অর্জুন চারা গাছ রোপণ করা হয়। এরপর শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে মাইক প্রচারের মাধ্যমে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য ও দূষণ বিরোধী প্রচারের মাধ্যমে সমস্ত নাগরিকদের সচেতনার আহ্বান জানানো হয়। ঐ বছরের থিম ছিল "Connecting People to Nature" ঐদিন বিকালে ৫-৩০ টায় চন্দননগর ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউট সংলগ্ন সভাগৃহে বিশ্ব পরিবেশ দিবস টি ঐ বছরের থিমের উপর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভার প্রধান বক্তা ছিলেন ডঃ আশীষ কুমার ঘোষ, Director Center for Env & Dev & honourary President, ENDEV. ঐদিন সমিতির বার্ষিক পত্রিকা '' সুস্থ পরিবেশ' প্রকাশ করেন মাননীয় মহানাগরিক মহাশয়। ঐ দিন ২০১৬ - ১৭ সালের নির্বাচিত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী বিদ্যালয়গুলিকে Green school Award 2016, পুরস্কার প্রদান করা হয়। (প্রথম মৌলানা আজাদ উর্দ্দু হাই স্কুল, দ্বিতীয় ভোলানাথ দাস বালিকা বিদ্যালয়, তৃতীয় Ganges Gurukul.)

দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর ১০ ই জুন ২০১৭ প্রথম কর্ম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ সভায় July 2017 থেকে June 2018 পর্যন্ত সমিতির বিভিন্ন কাজের কর্মসূচী তৈরী করে অনুমোদিত হয়।

সমিতির রেজিস্ট্রেশন আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমিতির রেজিস্ট্রেশন পুনঃনবীকরন লিজ রেন্ট প্রদান তৎসহ সরকারী দপ্তরে সব রিপোর্ট যথা সময়ে জমা করা হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষে সমিতির পক্ষ থেকে চন্দননগর মহকুমা গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে ২২.৭.১৭. তারিখে মেয়রের উপস্থিতিতে এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের উপস্থিতিতে ৬ টি বিভিন্ন রকমের চারাগাছ রোপন করা হয়। অঃ সঃ ঠিক আগেই বনদপ্তরের জনতা নার্শারী থেকে ৬০ টি মত বিভিন্ন ধরনের বনজ ও ফলের চারাগাছ সমিতির তরফ থেকে বিনা মূল্যে আনা হয়েছিল। তাছাড়াও সেপ্টেম্বর মাসে ০৭.৯.১৭ তারিখে চন্দননগর SBI এর আর্থিক সহায়তায় ৬ টি বিভিন্ন ফুল জাতীয় চারা গাছ বাঁশের বেষ্টনী দিয়ে পোস্ট অফিসের পশ্চিম দিকে এবং রানী ঘাটের পাশে গঙ্গার তীরে লাগানো হয়েছিল। তাছাড়াও আরও কিছু চারাগাছ বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিতরণ করা হয়েছে। গত ১৫ ই আগস্ট ১৭ পবিত্র স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সকাল ৮.০০ টার সময় জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে সমিতির কার্যালয়ের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভাপতি মহাশয়। এরপর সমিতির অফিসে স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য্য নিয়ে আলোচনা হয়। ২৭.৮.১৭ তারিখে ফটকগোড়ার জমিটি একজন সার্টিফায়েড সার্ভেয়ারকে দিয়ে জরিপ করিয়ে জমির পশ্চিম দিকে ঠিক সীমানা বরাবর পাঁচিল দেওয়ার কাজ শুরু করা হয়েছিল এবং ০৬.১০.১৭. তারিখে পাচিল দেওয়ার কাজ সম্পূর্ন করা হয়েছে। ০৯.৯.১৭. তারিখে প্রতি বছরের ন্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সভা হলে হীরেন্দ্র - সুপ্রীতি সান্যাল স্মৃতি বক্তৃতা প্রতিযোগীতা ১৫ টি স্কুলের ২৩ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রধান অতিথি হিসাবে হীরেন্দ্র সুপ্রীতি সান্যালের সুযোগ্য পুত্র ডঃ প্রণবেশ সান্যাল মহাশয়কে ঐ অনুষ্ঠানে পেয়েছিলাম এ বারের বিষয় ছিল '' বিপন্ন পৃথিবীকে বাঁচাবার জন্য মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত কর''।

১১.৯.১৭ তারিখে অল্প সংখ্যক কলমের আমের চারাগাছ আনা হয় এবং গাছগুলি এই শহরের বিভিন্ন ব্যক্তিকে নিজ নিজ জমিতে লাগাবার জন্যে বিতরণ করা হয়। ১৬.৯.১৭ তারিখে শতাব্দী চন্দ্র স্মৃতি আন্তঃ কলেজ বিতর্ক' প্রতিযোগীতার চন্দননগর কলেজের ৩০ জন ছাত্র ছাত্রীকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিষয় ছিল '' সভার মতে ধূষর পৃথিবীকে সবুজ করতে স্থিতিশীল বিকাশই একমাত্র পথ''।

১৯.৯.১৭তারিখে চন্দননগর শ্রীপল্লীতে ৪ টি চারা গাছ রোপন করা হয় এবং ৪ টি চারাগাছ বিতরণ করা হয়। জগদ্ধাত্রী পূজো পরিবেশ শিরোমনি পুরস্কার প্রতিযোগিতার আগে AKG Construction, Haridradanga এর আর্থিক সহযোগীতায় সমিতি 3'x2' ফ্লেক্সে পরিবেশের উপর বার্তা দিয়ে ৫৬ টি জগদ্ধাত্রী পূজা বারোয়ারীতে (যারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল) পৌছে দেওয়া হয়েছিল এবং তারা এই ফ্লেক্সগুলি জগদ্ধাত্রী পূজা দিনগুলিতে পূজা মণ্ডপে Display করে রেখেছিল।

জগদ্ধাত্রী পূজোর সপ্তমীর দিনে সকাল ৯টায় দুটি গাড়ীকে সজ্জিত করে ৬ জন বিচারক চন্দননগর শহরের দুদিকে নির্দিষ্ট বারোয়ারী গুলিতে বিচার করতে বেরিয়ে যান। প্রাথমিক ভাবে ৬ টি বারোয়ারীকে বাছাই করে পুনরায় ঐ দিনেই আমন্ত্রিত ৪ জন বিচারক (সঙ্গে সমিতির দুই সদস্য বিচারক ছিলেন) বিচার করতে বেরিয়ে যান। বিচার অনুযায়ী ৩ টি বারোয়ারীকে 1^{st}, 2^{nd}, 3^{rd} বাছাই করে বারোয়ারী গুলিকে ফোনে জানিয়ে দেওয়া হয় এবং ঐ দিনেই আমরা 1^{st} - নতুন তিলিঘাট জগদ্ধাত্রী পূজা বারোয়ারী, 2^{nd}- অম্বিকা অ্যাথলেটিক্স জগদ্ধাত্রী পূজা বারোয়ারী এবং 3^{rd}- কলপুকুর ধার জগদ্ধাত্রী পূজা বারোয়ারীতে গিয়ে ট্রফি এবং ফ্লেক্স পৌছে দিই। এতে জগদ্ধাত্রী পূজা দিনগুলিতে ট্রফি এবং ফ্লেক্স পূজা প্রাঙ্গনে প্রদর্শিত হয়। গত বছর জগদ্ধাত্রী পূজা পরিবেশ শিরোমণি পুরস্কার বিচার পর্ব এবং ট্রফি গুলো Electronic Media এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়।

জগদ্ধাত্রী পূজা বিসর্জনে দশমীর দিন চন্দননগর পৌর নিগমের মাননীয় মহানাগরিক মহাশয় সকালবেলায় তার দূত মারফৎ নির্মল গঙ্গা অভিযানে অংশগ্রহন করার জন্য সমিতিকে বিশেষ আহ্বান করেন এবং ফোন মারফৎ সমিতির সভাপতিকেও অনুরোধ করেছিলেন। তারপর আমরা তড়িঘড়ি সমিতির

অফিসে বসি এবং আলোচনা করি। তারপর বেলা ১২.৩০ মিঃ নাগাদ আমরা রাণীঘাটে নির্মল গঙ্গা অভিযানে ঐদিন এবং পরের দিন অংশগ্রহণ করি। আমাদের এই অংশগ্রহণের খবর ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রদর্শিত হয়। এ বছর 'পরিবেশ মেলা' ২২/১২/১৭ থেকে ২৫/১২/১৭ সবুজের অভিযান ক্লাব প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও সমিতির পক্ষ থেকে একটি সুসজ্জিত স্টল দেওয়া হয়েছিল। যেটায় এ বছরের থিম ছিল 'পক্ষী' এবং আমাদের সমিতির বিভিন্ন কার্যকলাপ বিভিন্ন ভাবে প্রদর্শিত হয়েছিল।

গত ৭ ই জানুয়ারী ২০১৮ পরিবেশ মিলন মেলা 'ব্যাজরা সুবোধ বিদ্যা নিকেতন' প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। জায়গাটি প্রাকৃতিক পরিবেশে বেষ্টিত। সারাদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, Spot ক্যুইজ, খেলাধূলা এবং সকালবেলা ও মধ্যাহ্নে আহারের মাধ্যমে দিনটি অংশগ্রহণকারীদের খুব সুন্দরভাবে কাটে। Spot ক্যুইজ কেবলমাত্র Audio- Video- র মাধ্যমে করা হয়। সকল দর্শক ও প্রতিযোগীরা খুব আগ্রহ সহকারে অংশগ্রহণ করেন। গোটা অনুষ্ঠানটি সফলভাবে অনুষ্ঠিত করতে সমিতিরই স্থানীয় এক সদস্য শ্রী সমীর কুমার সামন্ত মহাশয়ের সহযোগিতা স্মরণীয়। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্যের হাতে একটি করে সুন্দর উপহার তুলে দেওয়া হয়। উপহারের বেশীরভাগ অংশই sponsor করেছিল KATYA IT SOLUTIONS, MARATHA HALLI, BEN GALURU। খেলাধূলা ও ক্যুইজ প্রতিযোগীতার বিজেতা সদস্য- সদস্যাদের হাতে একটি করে পুরষ্কার তুলে দেওয়া হয়।

২৩ শে জানুয়ারী ২০১৮ দেশ বরেণ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে সমিতির অফিসে পালন করা হয়। ২৬ শে জানুয়ারী ২০১৮ প্রজাতন্ত্র দিবসটি সমিতির অফিসের সামনে অনেক সদস্য- সদস্যাদের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালন করা হয়।

সমিতির ফটকগোড়ার জমিটাকে পরিবেশ বান্ধব হিসাবে উন্নতি করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর জন্য কিভাবে কি করা যায় এবং কিভাবে তহবিল গড়ে তোলা যায় সেজন্য একটি special E.C. Meeting গত ০৫.০৯.২০১৭ তারিখে করা হয়েছিল। সেই Meeting এর একটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমিতির সমস্ত কার্যকরী সদস্য এবং অন্যান্য সাধারণ সদস্যদের কাছ থেকে মাসিক কমপক্ষে ৫০ টাকা হিসাবে জানুয়ারী ২০১৮ থেকে বৃত্তি চালু করা হয়েছে। কিছু সংখক সদস্য ইতিমধ্যেই উক্ত সিদ্ধান্তকে মান্যতা জানিয়ে বৃত্তি প্রদানে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

এ বছর সমিতির সদস্য সুদীপ্ত মোদক কেন্দ্রীয় সরকারের আইন মোতাবেক চন্দননগর পৌর নিগমের জীব বৈচিত্র্য ব্যবস্থাপন সংস্থার চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছেন।

এ বছর জানুয়ারী মাসে গ্রীন স্কুল অ্যাওয়ার্ড প্রতিযোগীতা চন্দননগর পৌর নিগম এলাকার মধ্যে পঃ বঙ্গ সরকার পোষিত মোট ২২টি স্কুলের নির্ধারিত কয়েকটি বিচার্য্য বিষয়- বস্তুর উপর ভিত্তি করে সমিতির ৫জন সদস্য- বিচারক প্রাথমিক পর্যায়ে বিচার বিশ্লেষণ করে ৬টি স্কুলের একটি প্রাথমিক তালিকা তৈরী করা হয়। তারপর একটি অন্য বিচারক দল ৬টি স্কুলকে একই বিষয়- বস্তুর উপর ভিত্তি করে বিচার করেছিলেন এবং তার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত তিনটি স্কুল ২০১৭-১৮ সালের জন্য যোগ্যতা অর্জন করে। প্রথম- **খলিসানী বিদ্যামন্দির**, দ্বিতীয়- **কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির**, তৃতীয়- **প্রবর্তক নারী মন্দির**। প্রতিযোগীতার সফল স্থানাধিকারী স্কুলগুলির হাতে আগামী ৫ই জুন ২০১৮ বিশ্ব পরিবেশ দিবস অনুষ্ঠানে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

আপনারা জানেন চন্দননগর রেল স্টেশনে ১ নং প্ল্যাটফর্মে আমাদের একটি 'পরিবেশ সমাচার' নামে প্রাচীর পত্রিকার বোর্ড রাখা আছে। এটি নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষনের ব্যবস্থা করা হয় এবং সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রম এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আমাদের অফিসে আসেন। আমরা ঐ ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের সঙ্গে কথা-বার্তা বলে অনেক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হই।

এই বছর ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের সমিতির অন্যতম সহ সভাপতি শ্রী শম্ভুনাথ চন্দ্র মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে খলিসানী অঞ্চলে পরিবেশের উপর বার্তা দিয়ে দেওয়ালে ১০ X ৬ ফুট জায়গা নিয়ে দেওয়াল লিখন করা হয়েছে।

বছরের প্রথম কার্য্যকারী সমিতির সভাতে আমরা সারা বছরের কর্মসূচী মোটামুটি ভাবে ঠিক করে থাকি এবং সেই অনুযায়ী আমরা কর্মসূচী গুলি সম্পন্ন করে থাকি।

সুস্থ পরিবেশ পত্রিকাটি প্রকাশনার জন্য পত্রিকা সম্পাদক এবং সমিতির সদস্য শ্রী সুভাষ জোয়ারদার মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম করে যথাযথ সময়ে প্রকাশ করতে সক্ষম হন। তাঁর সঙ্গে আরও অন্যান্য সদস্য- সদস্যাগণ সর্বোতভাবে সহযোগীতা করে থাকেন। তাছাড়া পত্রিকাটি প্রকাশ করতে যে বিপুল খরচ হয় তাহা তুলতে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে অনেক সদস্য যথাযথ সহযোগীতা করেন। তার মধ্যে সর্বোচ্চ বিজ্ঞাপন সংগ্রহকারী শ্রী জয়দেব মজুমদার মহাশয়কে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। তাছাড়া আরও যে সমস্ত সদস্য- সদস্যা বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে সাহায্য করেছেন সমিতির তরফ থেকে তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

এ বছর আমরা স্কুল মোটিভেশন প্রোগ্রামে মোট ৬ টি স্থানীয় ইস্কুলে ছাত্র - ছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশের উপর সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম করেছিলাম। প্রতিটি প্রোগ্রামই অডিও ভিসুয়াল এর মাধ্যমে ছাত্র- ছাত্রীদের কাছে তুলে ধরা হয়। ছাত্র - ছাত্রীরা এই প্রোগ্রামগুলি খুবই আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে দুটি বিশেষ দিনে, বিশ্ব নারী দিবস এবং বিশ্ব জল দিবসে দুটি ভিন্ন স্কুলে এই প্রোগ্রাম করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি প্রোগ্রামেরই সংবাদ বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচারিত হয়েছে।

আলোচ্য বছরে যে সমস্ত কর্মসূচী রূপায়িত হয়েছে সেগুলি রূপায়নের জন্য চন্দননগরের সমস্ত দপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন, চন্দননগর পৌর নিগম, বিভিন্ন বিজ্ঞাপন দাতাগণ এবং যে সকল ব্যক্তি ও সংস্থা সমিতিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সাহায্য বা সহায়তা করেছেন সমিতির পক্ষ থেকে তাঁদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই কলকাতার সুশান্তপদ মুখোপাধ্যায় এবং কোং চ্যাটার্ড অ্যাকাউটেন্ট যাঁরা স্বল্প পারিশ্রমিকে সমিতির অ্যাকাউন্ট ঠিক সময়ে অডিট করে সাহায্য করেছেন। ধন্যবাদ জানাই সমিতির কার্য্যকরী সদস্য- সদস্যাগণ ও অন্যান্য সকল সদস্য- সদস্যাগণ যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সহায়তায় কর্মসূচীগুলি ঠিকমত রূপায়িত হয়েছে।

পরিবেশ সমস্যা মোকাবিলায় ও মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গত ১৭ বছর ধরে পরিবেশ উন্নয়ন সমিতি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান বিশ্বউষ্ণায়নের পরিপ্রেক্ষিতে আবহাওয়ার পরিবর্তন ভবিষ্যতে পৃথিবীতে মানুষ ও প্রাণীকূলের বসবাস করা ক্রমশঃ দুর্বিসহ হয়ে আসবে। আশা রাখি সকল মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা মানব সমাজ ও প্রাণীকূলকে এই ভয়াবহ সংকট থেকে ধীরে ধীরে উত্তীর্ণ করতে সাহায্য করবে।

ধন্যবাদান্তে

চন্দননগর

তারিখ - ২৭শে মে, ২০১৮

Indiptamodak
President
Chandannagar Paribesh
Unnayan Samity

Secretary
Chandannagar Paribesh
Unnayan Samity

কর্ম সমিতির পক্ষে
বিজয় কুমার কুন্ডু
সম্পাদক